আধুনিক উইন্ডোজ ভার্সনে পুরনো প্রোগ্রাম রান করানো

তাসনীম মাহ্‌মুদ

কমপিউটার জগৎ-এর নিয়মিত বিভাগ ব্যবহারকারীর পাতায় ২০১৪ সালের জানুয়ারি সংখ্যায় উপস্থাপন করা হয় বিভিন্ন সময়ের পুরনো পিসিকে ব্যবহারোপযোগী করে কাজ চালিয়ে নেয়ার উপায় বা কৌশল। এরই ধারাবাহিকতায় এবার উপস্থাপন করা হয়েছে উইন্ডোজের আধুনিক ভার্সনে পুরনো প্রোগ্রাম চালানোর কৌশল। এ লেখায় ব্যবহারকারীদের উদ্দেশে দেখানো হয়েছে আধুনিক উইন্ডোজ ভার্সনে কেনো পুরনো প্রোগ্রাম রান করে না বা চালু হয় না এবং সেই সাথে কীভাবে পুরনো প্রোগ্রামগুলোকে আধুনিক উইন্ডোজ ভার্সনে রান করানো যায়, তার কিছু কৌশল দেখানো হয়েছে।

আমরা মোটামুটিভাবে জানি, উইন্ডোজের প্রায় সব ভার্সনই ব্যাকওয়ার্ড কম্প্যাটিবল অর্থাৎ উইন্ডোজের নতুন ওএস পুরনো অ্যাপ্লিকেশন গুলোকে সাপোর্ট করে। এর ফলে সবাই বিশেষ করে কর্পোরেট ব্যবসায়ীরা তাদের প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপ্লিকেশনগুলো উইন্ডোজের নতুন ভার্সনে ব্যবহার করতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। তুলনামূলকভাবে বেশি পুরনো প্রোগ্রামগুলো অনেকটা সেকেলের হয়ে যায়। সাধারণত ব্যবহারকারীদেরকে পরামর্শ দেয়া হয় পুরনো সফটওয়্যার ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকার জন্য। উইন্ডোজ এক্সপি বা তারও পুরনো কোনো উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের উপযোগী সফটওয়্যার কাজ করবে না, তাই ব্যবহারকারীদের উচিত পুরনো অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে আধুনিক কম্প্যাটিবল ভার্সন দিয়ে আপগ্রেড করে নেয়া।

সফটওয়্যার মিডিয়ার মতো দীর্ঘস্থায়ী নয়

বিশ বছরের পুরনো সিডি চমৎকারভাবে প্লে করতে পারে আধুনিক সিডি প্লেয়ারে, আধুনিক রেকর্ড প্লেয়ারে চমৎকারভাবে রেকর্ডও প্লে করবে। আর ডিভিডি ভিডিও সবসময়ই ডিভিডি রিডিংয়ে সক্ষম হার্ডওয়্যার ডিভাইসে প্লে করে। তবে ১৫-২০ বছরের পুরনো সফটওয়্যার যেগুলো উইন্ডোজ ৯৫-এর জন্য তৈরি করা হয়েছিল, সেগুলোর কথা ভিন্ন।

অডিও সিডি, ভিডিও, ডিভিডি ইত্যাদি রের্কডও করতে পারে। এগুলোর সবই স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাটের মিডিয়া। অন্যভাবে বলা যায়, একটি অডিও সিডির রয়েছে অডিও ডাটা। কমপিউটার এই অডিও ডাটাকে তার নিজের উপযোগী হিসেবে ইন্টারপ্রেট করে। এ কারণেই ১৯৮০ সালের তৈরি একটি অডিও সিডি উইন্ডোজ ৮ পিসিতে, ম্যাকে বা অন্য যেকোনো ডিভাইসে প্লে করতে পারে, কেননা কমপিউটার জানে কীভাবে অডিও সিডি ইন্টারপ্রিট তথা রূপান্তর করতে হয় এবং নিজের মধ্যে যত্ন করতে পারে। এক্ষেত্রে কোন ধরনের অপারেটিং সিস্টেমে বা কোন ধরনের ডিভাইসে অডিও সিডি প্লে করছে, তা বিবেচ্য বিষয় নয়।

কেননা সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন। সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড বলতে কিছু নেই যে সব কমপিউটারকে জানতে হবে কীভাবে ইন্টারপ্রেট করতে হয়। আসলে সফটওয়্যার হলো কোড, যা কমপিউটারে রান করে। কমপিউটারকে কী করতে হবে তা সফটওয়্যারই ঠিক করে দেয়। উইন্ডোজ ৩.১ বা উইন্ডোজ ৯৫-কে খুবই বিভ্রান্তকর মনে হতে পারে যদি তা উইন্ডোজ ৭ বা উইন্ডোজ ৮-এ রানিং অবস্থায় দেখা যায়। কেননা এটি সেসব ফাইল খোঁজ করে যেগুলোর অস্তিত্ব বর্তমানে আর নেই এবং তাই এই অপরিচিত পরিবেশে রান করতে প্রত্যাখ্যান করবে।

চিত্র-১ : ডিভিডি প্লেয়ার

উইন্ডোজ সবসময় তার ব্যবহারকারীদেরকে সর্বোত্তম সহায়তা দেয়ার চেষ্টা করে। তাই উইন্ডোজের প্রতিটি নতুন ভার্সনে সমন্বিত রয়েছে উইন্ডোজের ব্যাকওয়ার্ড কম্প্যাটিবিলিটি। আর এজন্যই উইন্ডোজ তার ব্যবহারকারীদের কাছে খুবই সমাদৃত, বিশেষ করে যারা তুলনামূলকভাবে পুরনো সফটওয়্যার ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছেন। উইন্ডোজে পুরনো সফটওয়্যারগুলো যতটুকু সম্ভব সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করা গেলেও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যাপার হলো, উইন্ডোজের সবচেয়ে আধুনিক ভার্সনও উইন্ডোজ ৯৫-এর প্রোগ্রাম রান করাতে পারে। উইন্ডোজ ৯এক্স সিরিজের ভিত্তি হলো ডস এবং উইন্ডোজ এক্সপি ও উইন্ডোজের পরবর্তী ভার্সনের ভিত্তি হলো উইন্ডোজ এনটি কার্নেল, যা সম্পূর্ণ ভিন্ন অপারেটিং সিস্টেমের অন্তর্গত।

যে কারণে প্রোগ্রাম রান নাও করতে পারে

পুরনো প্রোগ্রাম কেনো যথাযথভাবে রান করতে পারে না, তার উন্নত ব্যাখ্যা এরই মধ্যে ব্যবহারকারীদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। ব্যবহারকারীদের উদ্দেশে নিচে কিছু লো-লেভেল ডিটেইলস উপস্থাপন করা হয়েছে, যা পুরনো প্রোগ্রামকে যথাযথভাবে রান করতে বাধা দেয়।

প্রোগ্রাম রান করতে প্রত্যাখ্যান করে : কোনো কোনো প্রোগ্রামের ইনস্টলেশন প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান হতে পারে, যদি সেগুলো জানতে পারে যে তারা উইন্ডোজের এমন ভার্সন রান করানোর চেষ্টা করছে যেগুলোর সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই।

১৬ বিটের প্রোগ্রাম : উইন্ডোজের ৩২ বিট ভার্সন ধারণ করে একটি ১৬ বিটের ইম্যুলেশন, যা পুরনো উইন্ডোজ ৩.১ ভার্সনের সফটওয়্যার রান করা অনুমোদন করে। এটি উইন্ডোজের ৬৪ বিটের ভার্সন থেকে অপসারণ করা হয়েছে। এর ফলে ওইসব উইন্ডোজ ৩.১ ভার্সনের প্রোগ্রামগুলো আর রান করবে না।

ডস সফটওয়্যার : যেহেতু উইন্ডোজের কনজ্যুমার ভার্সন উইন্ডোজ এক্সপি, যার ভিত্তি হলো ডস যা আর তৈরি করা হবে না। তাই জটিল ডস সফটওয়্যার এবং গেম যেগুলো প্রকৃত ডস মোডের ওপর নির্ভরশীল সেগুলো উইন্ডোজের আধুনিক ভার্সনে রান করতে পারবে না। উইন্ডোজের Command Prompt উইন্ডো হলো একটি অসম্পূর্ণ কম্প্যাটিবিলিটি ফিচার, যা সম্পূর্ণ ডস সিস্টেম নয়।

পুরনো লাইব্রেরির ওপর নির্ভরশীলতা : কোনো কোনো প্রোগ্রাম পুরনো লাইব্রেরির ওপর প্রচণ্ডভাবে নির্ভরশীল হতে পারে, যেগুলো এখন আর উইন্ডোজের সাথে সম্পৃক্ত নয় অথবা অন্য কোনো পুরনো প্রোগ্রামের ওপর নির্ভরশীল হতে পারে, যেগুলো উইন্ডোজের নতুন ভার্সনের সাথে যথাযথভাবে কাজ করতে পারে না।

নিরাপত্তা ইস্যু : পুরনো প্রোগ্রাম আধুনিক উইন্ডোজ সিকিউরিটি ফিচারের সাথে কাজ করতে অভ্যস্ত নয় এবং সীমিত আকারে ইউজার অ্যাকাউন্ট ও পুরনো ভার্সনে ঠিকমতো কাজ করতে না-ও পারে। উইন্ডোজ চেষ্টা করে কৌশলে সীমিত ইউজার অ্যাকাউন্টে পুরনো প্রোগ্রাম রান করতে। তবে উইন্ডোজ সব সমস্যা ফিক্স করতে পারে না।

উপরে উল্লিখিত লিস্টটি একটি সম্পূর্ণ লিস্ট না হলেও আপনি এর মাধ্যমে বুঝতে সহায়তা পাবেন যে আধুনিক উইন্ডোজের ভার্সন রান করানোর জন্য কীভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। আগামী ২০ বছর বিদ্যমান থাকতে পারে এমন উইন্ডোজ ভার্সনের কথা এখানে বলা হয়নি। তবে এর ব্যতিক্রম আমরা সবাই প্রত্যাশা করি, বিশেষ করে যখন আধুনিক উইন্ডোজের ভার্সনে পুরনো উইন্ডোজের অ্যাপ্লিকেশন রান করানোর চেষ্টা করা হয়। যেহেতু মাইক্রোসফট এবং অন্যান্য অপারেটিং সিস্টেম ভেন্ডর তাদের অপারেটিং সিস্টেমকে নিয়মিতভাবে উন্নত থেকে উন্নততর করে আসছে, তাই পুরনো প্রোগ্রামগুলো ধীরে ধীরে পেছনে পড়ে যায়, যদি না তা সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে আপডেট করা হয়।

পুরনো প্রোগ্রাম যেভাবে রান করা যায়

সম্ভব হলে পুরনো সব সফটওয়্যারকে এড়িয়ে যাওয়া উচিত। তবে কখনা কখনও তা মোটেও সম্ভব হয়ে ওঠে না। ধরুন, আপনার কাছে ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট একটি পুরনো জটিল অ্যাপ্লিকেশন কিংবা একটি পুরনো পিসি গেম রয়েছে, যা রান করাতে হবে। যেহেতু এগুলো অনেক দিনের পুরনো, তাই এগুলো রান করানোর জন্য উদ্ভিগ্ন থাকার কোনো কারণ নেই, কেননা এসব পুরনো অ্যাপ্লিকেশন বা গেম রান করানোর উপায়ও রয়েছে, যা ব্যবহারকারীদের উদ্দেশে নিচে উপস্থাপন করা হয়েছে।

উইন্ডোজ ৭-এ কম্প্যাটিবিলিটি মোডে প্রোগ্রাম ব্যবহার করা

উইন্ডোজ ৭-এ কোনো ড্রাইভার অথবা অন্য কোনো সফটওয়্যার ইনস্টল করার পর যদি দেখেন সেটি আপনার নতুন অপারেটিং সিস্টেমের সাথে কম্প্যাটিবল নয়, তাহলে নিশ্চয় খুব বিরক্তিকর এক ব্যাপার হবে। এক্ষেত্রে কার্যকরভাবে সহায়তা পেতে পারেন প্রোগ্রাম কম্প্যাটিবিলিটি অ্যাসিসট্যান্স ও ট্রাবলশুটিং কম্প্যাটিবিলিটি ইস্যু ব্যবহার করে, যাতে প্রোগ্রাম যথাযথভাবে সফলতার সাথে ইনস্টল হয়।

প্রোগ্রাম কম্প্যাটিবিলিটি অ্যাসিসট্যান্ট

প্রোগ্রাম কম্প্যাটিবিলিটি হলো এমন এক মোড, যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা উইন্ডোজের আগের ভার্সনের জন্য লেখা প্রোগ্রামগুলোকে রান করাতে পারবেন। প্রোগ্রাম কম্প্যাটিবিলিটি অ্যাসিসট্যান্ট টুল শনাক্ত করে কম্প্যাটিবিলিটি ইস্যু এবং

চিত্র-২ : প্রোগ্রাম কম্প্যাটিবল অ্যাসিসট্যান্স

ব্যবহারকারীদেরকে অনুমোদিত সেটিং ব্যবহার করে রিইনস্টলেশনের সুযোগ দেয়। ধরুন, হোম রেকর্ডিংয়ের জন্য আপনি একটি মিউজিক ইন্টারফেস ডিভাইস ড্রাইভার ইনস্টল করতে গিয়ে একটি এরর মেসেজ পেলেন।

এরর মেসেজ বন্ধ করার পর প্রোগ্রাম কম্প্যাটিবিলিটি অ্যাসিসট্যান্ট স্ক্রিন আবির্ভূত হবে, যেখানে উল্লেখ থাকে প্রোগ্রাম যথাযথভাবে ইনস্টল করা হয়নি। এটিকে আবার ইনস্টল করার জন্য Reinstall using recommended settings অপশন সিলেক্ট করুন এবং পরবর্তী ধাপগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করলে ড্রাইভার ইনস্টল হবে সফলতার সাথে। এক্ষেত্রে সমস্যাটি ছিল ড্রাইভার সংশ্লিষ্ট, যা উইন্ডোজ ভিস্তার জন্য ডিজাইন করা। অ্যাসিসট্যান্ট টুল স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিলেক্ট করে নেয় সঠিক কম্প্যাটিবিলিটি মোড এবং তা ইনস্টল করে ব্যবহার করার জন্য।

উইন্ডোজের কম্প্যাটিবিলিটি সেটিং ব্যবহার করা

উইন্ডোজের রয়েছে বিল্ট-ইন কম্প্যাটিবিলিটি মোড সেটিং, যা প্রোগ্রামকে কাজে সহায়তা করে। এজন্য একটি প্রোগ্রামের শর্টকাটে ডান ক্লিক করে প্রোপার্টিজ সিলেক্ট করুন এবং এরপর কম্প্যাটিবিলিটি ট্যাবে ক্লিক করুন। এখান থেকে আপনি উইন্ডোজের ভার্সন বেছে নিতে পারবেন, যার অন্তর্গত প্রোগ্রাম রান করে। উইন্ডোজ চেষ্টা করবে কৌশলী হতে, যাতে প্রোগ্রাম উইন্ডোজের পুরনো ভার্সনে রান করে। তবে এটি সব পুরনো প্রোগ্রামে কাজ করে না। এক্ষেত্রে সহায়তা পাবেন Program Compatibility Troubleshooter নামের টুল থেকে, যা চেষ্টা করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রোগ্রামের জন্য সঠিক কম্প্যাটিবল মোড সেটিং খুঁজে বের করতে।

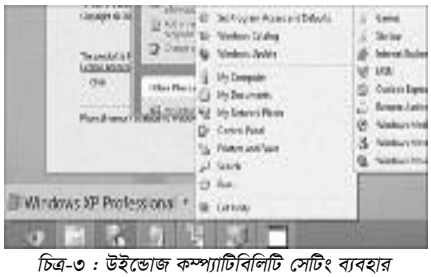

চিত্র-৩ : উইন্ডোজ কম্প্যাটিবিলিটি সেটিং ব্যবহার

এবার ভিএমওয়্যার প্লেয়ার মেনুতে ক্লিক করে ইউনিটি সিলেক্ট করুন। এটি এনাবল করবে একটি বিশেষ মোড, যেখানে আপনার উইন্ডোজ এক্সপির অ্যাপ্লি-কেশন রান করবে উইন্ডোজ ৮ ডেস্কটপে।

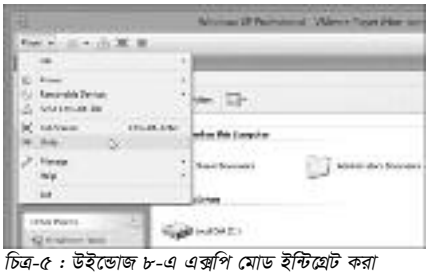

চিত্র-৫ : উইন্ডোজ ৮-এ এক্সপি মোড ইন্টিগ্রেট করা

পিসি গেমে ট্রাবলশুট ইস্যু

ধরুন আপনি ২৫ বছরের পুরনো কোনো মুভি দেখতে চাচ্ছেন কিংবা ২৫ বছরের পুরনো কোনো গেম খেলতে চাচ্ছেন। যাই হোক, গেমগুলো হলো সফটওয়্যার এবং ২৫ বছর আগের গেমগুলো রান করানোর জন্য দরকার সে সময়ের সফটওয়্যার অর্থাৎ ডস যুগের সফটওয়্যার। এ সময়ের অর্থাৎ ২৫ বছর আগের প্রোগ্রাম, যা এখন ব্যবহারকারীরা এড়িয়ে চলেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, প্রায় সব পিসিই ব্যাকওয়ার্ড কম্প্যাটিবল। তবে এক্ষেত্রে কখনও কখনও সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। ডসের জন্য ডিজাইন করা গেম উইন্ডোজের আধুনিক ভার্সনের সাথে যথাযথভাবে কাজ করতে পারে না যদি না তা ঠিকভাবে টোয়েক করা হয়।

ডস গেমের জন্য ডসবক্স

বেশিরভাগ ডস গেম উইন্ডোজের আধুনিক ভার্সনে কাজ করতে পারে না। এমনকি কমান্ড প্রম্পটেও রান করে না। কেননা কমান্ড প্রম্পট সম্পূর্ণ ডস পরিবেশ প্রদান করে না, যা সমকক্ষ হতে চেষ্টা করে সাউন্ড ব্লাস্ট কার্ডের লো-লেভেল অ্যাক্সেসসহ অন্যান্য বিষয়ের ওপর, যেগুলোর ওপর ডস গেম নির্ভর করে।

আধুনিক উইন্ডোজ ভার্সনে ডস গেম রান করাতে চাইলে ইনস্টল করতে হবে ডসবক্স নামের এক টুল। এই টুল ম্যাক ও লিনআক্স পরিবেশের জন্যও রয়েছে কজ

ফিডব্যাক : mahmood_sw@yahoo.com

ভার্চুয়াল মেশিনে পুরনো সফটওয়্যার রান করানো

আধুনিক উইন্ডোজ ভার্সনে পুরনো সফটওয়্যার রান করানোর চেষ্টা না করে বরং আপনি ইনস্টল করে নিতে পারেন উইন্ডোজের পুরনো ভার্সনের ভার্চুয়ালাইজ কপি এবং সেখানেই সফটওয়্যারটি রান করুন। ধরুন, আপনার কাছে একটি অ্যাপ্লিকেশন ছিল, যা উইন্ডোজ এক্সপিতে রান করলেও উইন্ডোজ ৭ বা উইন্ডোজ ৮-এ রান করে না। এক্ষেত্রে আপনি ইচ্ছে করলে উইন্ডোজ এক্সপির ভার্চুয়াল মেশিন ব্যবহার করতে পারেন ওই প্রোগ্রামগুলো রান করানোর জন্য। ধরুন, আপনার কাছে একটি পুরনো গেম আছে, যা ডসের উপযোগী অর্থাৎ ডসে রান করে। এজন্য এটিকে আপনি ইনস্টল করতে পারবেন DOSBox-এ। চিত্র-৪

ভার্চুয়াল মেশিনে উইন্ডোজ এক্সপি মোড উইজার্ড

বেশিরভাগ প্রোগ্রামের জন্য এটি চমৎকারভাবে কাজ করবে যদি না হার্ডওয়্যার ডিভাইসে সরাসরি এক্সেসের প্রয়োজন হয়। ধরুন, একটি পুরনো প্রোগ্রাম যা প্রিন্টারের সাথে ইন্টারফেস করা আছে সিরিয়াল পোর্টের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে এটি কাজ করবে না। যাহোক, স্বাভাবিকভাবে প্রোগ্রাম ইনস্টল করার চেয়ে এ প্রক্রিয়া তুলনামূলকভাবে কম সুবিধাজনক।

উইন্ডোজ ৮-এ যেভাবে উইন্ডোজ এক্সপি মোড পাবেন

উইন্ডোজ ৮-এর সাথে উইন্ডোজ এক্সপি মোড সম্পৃক্ত করা হয়নি। মাইক্রোসফট খুব শিগগির এক্সপির জন্য সব ধরনের সাপোর্ট বন্ধ করে দেবে, কেননা মাইক্রোসফট চাচ্ছে না যেকেউ উইন্ডোজ এক্সপি ব্যবহার করুক। এমনকি ভার্চুয়াল মেশিনেও না। তবে যাই হোক, উইন্ডোজ ৮-এ খুব সহজে আপনার জন্য নিজস্ব উইন্ডোজ এক্সপি মোড সেটআপ করতে পারবেন।

আপনি উইন্ডোজ এক্সপিকে ভার্চুয়ালাইজ করতে পারবেন যেকোনো ভার্চুয়াল মেশিন প্রোগ্রামে। তবে ভিএমওয়্যার প্লেয়ার ইন্টিগ্রেশন ফিচারের মতো অফার করে উইন্ডোজ এক্সপি মোড। এখানে আপনি উইন্ডোজ এক্সপি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সরাসরি শর্টকাট তৈরি করতে পারবেন, যার থাকবে প্রতিটি ভার্চুয়ালাইজড প্রোগ্রামের জন্য ইউনিক টাস্কবার আইকন।

প্রথমে আপনার কমপিউটারে ভিএমওয়্যার প্লেয়ার ডাউনলোড ও ইনস্টল করে নিন। এরপর উইন্ডোজ ৮-এ উইন্ডোজ এক্সপি ইন্টিগ্রেট করে নিন।